বজ্রপাতঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

বাংলাদেশে প্রতি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেই কম-বেশি বজ্রপাত হয়। কিন্তু ২০১৫ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়-বৃষ্টি ভিন্ন মাত্রা নিয়ে হাজির হল। নেত্রকোনা আর সুনামগঞ্জের মুহুর্মুহু বজ্রপাতে যেন কান পাতা দায়। সারা রাত ধরে অনবরত বজ্রপাত। বজ্রপাতে প্রতিদিনই লোক মরছে আশংকাজনক হারে। সরকারের টনক নড়ে। সরকার বজ্রপাতে আহত ও নিহত ব্যক্তির পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়ায়। কারণ লক্ষ্য করে দেখা গেছে বজ্রপাতে নিহত বা আহত অধিকাংশ ব্যক্তিই চাষি, জেলে কিংবা মাঝি। এ বছরই সরকার বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে।

যে কোন মৃত্যুই বেদনাদায়ক। কিন্তু বজ্রপাতে মৃত্যু আরও বেদনাদায়ক। তার সাথে আছে সামাজিক ও ধর্মীয় কু-সংস্কার। চাষি, জেলে কিংবা মাঝি যেই মারা যান তিনিই সাধারণত পরিবারের একমাত্র অথবা প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি হন। সুতরাং ওই পরিবারের জন্য এটা আরও বেদনাদায়ক হয়ে উঠে।

বজ্রপাতে মৃত্যুর পরিসংখ্যান দেখা যেতে পারে। ২০১১ সালে ১৭৯ জন, ২০১২ সালে ২০১ জন, ২০১৩ সালে ১৮৫ জন, ২০১৪ সালে ১৭০ জন, ২০১৫ সালে ২২৬ জন, ২০১৬ সালে ৩৯১ জন, ২০১৭ সালে ৩০৭ জন, ২০১৮ সালে ৩৫৯ জন, ২০১৯ সালে ১৯৮ জন, ২০২০ সালে ২৫৫ জন, ২০২১ সালে ৩১৪ জন লোক বজ্রপাতে মারা যায়। ২০২১ সালে দেশব্যাপী ৩৬৩ জন লোক বজ্রপাতে মারা যায়, আহত হন ১২৪ জন। এর মধ্যে ময়মনসিংহ বিভাগে ৫২ জন মারা যান এবং আহত হন ২৭ জন। ২০১১-২০২০ সালে দেশে দুই হাজারের বেশি মানুষ বজ্রপাতে মারা গেছে। ২০২২ সালে ৩৩৭ জন নিহত হয়েছেন এবং ৮৭ জন আহত হয়েছেন। ২০২২ সালে ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুরে ৪ জন, জামালপুরে ৭ জন, নেত্রকোনায় ৩ জন ও ময়মনসিংহ জেলায় ১৪ জন নিহত হন। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বজ্রপাতে সারাদেশে ৬৩ জন নিহত ও ৯ জন আহত হয়েছেন এবং ২৮ মে পর্যন্ত শুধু ময়মনসিংহে ৬ জন নিহত হয়েছেন (তথ্যসূত্রঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন)।

৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সালে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে বজ্রপাত বিষয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে 'বজ্রপাত কেন এবং কিভাবে' বিষয়ে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিদ অধ্যাপক এম. আরশাদ মোমেন। 'বজ্রপাত থেকে জীবন বাঁচাও এবং সতর্কতা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জীবন পোদ্দার। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফারুক আহমেদ 'বজ্রপাতের মত দুর্যোগে সতর্কতা ও করণীয়' বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

বক্তারা বলেন, বজ্রপাত থেকে বাঁচাতে অন্তত ২০ মিনিট পূর্বে সতর্ক বার্তা দিতে হবে। বজ্রপাত হতে পারে এমন এলাকায় মাইকিং করতে হবে, প্রয়োজনে লোকদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসতে পুলিশের সহযোগিতা নিতে হবে। শক্তিশালী রাডার ও স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পূর্বাভাসের উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে তালগাছ, নারকেল গাছ, সুপারি গাছ, বটগাছ ইত্যাদি লাগানো যায়।

সরকার বজ্রপাত ব্যবস্থাপনায় কাজ করে যাচ্ছে। মানবিক সহায়তার পাশাপাশি সরকার ব্যবস্থাপনায়ও বেশ জোর দিয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান এক সেমিনারে জানান, বজ্রপাতের আগাম সতর্কসংকেত দিতে দেশের আটটি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে বজ্রপাত চিহ্নিতকরণ যন্ত্র বা লাইটনিং ডিটেক্টর সেন্সর স্থাপন করা হয়েছে। এটি সফল হলে জনসমাগম হয় এরূপ স্থানে আরও বেশি সংখ্যক যন্ত্র স্থাপন করা হবে। বজ্রপাতে যেখানে মৃত্যুর হার বেশি সেসব এলাকায় বজ্রপাত আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। বজ্র নিরোধক দন্ড লাগানো হচ্ছে। বজ্রপাতে নিহত অসহায় পরিবারকে ২০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

তবে বজ্রপাত থেকে বাঁচতে আমার আপনার সদিচ্ছাই বড় কার্যকর পন্থা। আমি আপনি কিছু নিয়ম মেনে চললে সহজেই বজ্রপাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারি। সেমিনার-ওয়ার্কশপ ইত্যাদি করে বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কিছু সতর্কবার্তা প্রকাশ করেছে যা আমি আপনি সবাই মেনে চলতে পারি। এগুলো হলো:

১। এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রবৃষ্টি বেশি হয়; বজ্রপাতের সময়সীমা সাধারণত ৩০-৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এসময়ে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করুন।

২। ঘনকালো মেঘ দেখা দিলে ঘরের বাহির হবেন না; অতি জরুরি দরকারে রাবারের জুতা পরে বের হোন।

৩। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায়, খোলা মাঠ বা উঁচু স্থানে থাকবেন না।

৪। বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকুন।

৫। যতদ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে অবস্থান নিন। টিনের চালা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন।

৬। উঁচু গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটিসহ তার বা ধাতব খুঁটি, মোবাইলের টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন। কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা, জলাশয় ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন।

৭। বজ্রপাতের সময় গাড়িতে অবস্থান করলে গাড়ির ধাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না। সম্ভব হলে গাড়িটা নিয়ে কোন কংক্রিটের ছাউনির নিচে অবস্থান নিন।

৮। বজ্রপাতের সময় বাসাবাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি বা বারান্দায় থাকবেন না। জানালা বন্ধ করে রাখুন এবং ঘরের ভিতরের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বন্ধ করে তার থেকে দূরে থাকুন।

৯। বজ্রপাতের সময় মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ল্যান্ডফোন, টিভি, ফ্রিজসহ সব বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারে বিরত থাকুন।

১০। বজ্রপাতের সময় ধাতব হাতলের ছাতা ব্যবহার করবেন না।

১১। বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখুন।

১২। বজ্রপাতের সময়ে ছাউনিবিহীন নৌকা করে মাছ ধরতে যাবেন না, তবে এসময় সমুদ্র বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান নিন।

১৩। বজ্রপাত কিংবা ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না।

১৪। প্রতিটি দালানে বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন করুন। খোলা স্থানে বিশেষত হাটবাজারে অনেকে একত্রে থাকাকালে বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০-১০০ ফুট দূরে সরে যান। কোন বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে, তবে সবাই এক কক্ষে অবস্থান না করে আলাদা কক্ষে অবস্থান করুন।

১৫। বজ্রপাতে কেউ আহত হলে বৈদ্যুতিক শকে আহত ব্যক্তির মত করেই চিকিৎসা করুন। প্রয়োজনে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। বজ্রাহত ব্যক্তির শ্বাস প্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন।

এ সতর্কবার্তাগুলো শুধু বাংলাদেশের জন্যই নয়; পৃথিবীর সব দেশের জন্য প্রযোজ্য এবং সব দেশ মেনে চলে। কাজেই চলুন, আমি আপনিও এ সতর্কবার্তাগুলো মেনে চলে বজ্রপাত থেকে পরিবার পরিজনকে নিরাপদে রাখি।

লেখকঃ উপপ্রধান তথ্য অফিসার
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
faruque_dewan@yahoo.com,